ব্রহ্ম-সূত্র

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

ভাবান্তর

ড. সচ্চিদানন্দ ধর,
এম. এ (সংস্কৃত, পালি ও বাংলা)
পি.এইচ.ডি।
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা ও জঙ্গিপুর
গবর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ, ভূতপূর্ব গবেষণা অধ্যাপক,
নেতাজি ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ,
অনারারি অধ্যাপক, গবেষণা বিভাগ,
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	...	১
অধ্যাস বা অধ্যারোপ	...	৪২
প্রথম অধ্যায়		
প্রথম পাদ	...	৫৪
দ্বিতীয় পাদ	...	৮৬
তৃতীয় পাদ	...	১০৬
চতুর্থ পাদ	...	১৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		
প্রথম পাদ	...	১৫৭
দ্বিতীয় পাদ	...	১৮৫
তৃতীয় পাদ	...	২১৬
চতুর্থ পাদ	...	২৪৮
তৃতীয় অধ্যায়		
প্রথম পাদ	...	২৬২
দ্বিতীয় পাদ	...	২৮১
তৃতীয় পাদ	...	৩০৯
চতুর্থ পাদ	...	৩৬১
চতুর্থ অধ্যায়		
প্রথম পাদ	...	৩৯৩
দ্বিতীয় পাদ	...	৪০৭
তৃতীয় পাদ	...	৪২২
চতুর্থ পাদ	...	৪৩৪
সূত্রানুক্রমণিকা	...	৪৪৯
নির্দেশিকা	...	৪৫৮

গ্রন্থ-সংকেত তালিকা

ঐ. ঐতরেয় উপনিষদ্

ঐ. আ. ঐতরেয় আরণ্যক

ক. কঠ. কঠ উপনিষদ্

কে. কেন. কেন উপনিষদ্

কৌ. কৌষীতকী উপনিষদ্

ছা. ছান্দোগ্য উপনিষদ্

জা. জাবাল উপনিষদ্

তৈ. তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

প্র. প্রশ্ন. প্রশ্ন উপনিষদ্

বৃ. বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

মহা. মহাভারত

মা. মাণ্ডূক্য উপনিষদ্

মু. মুণ্ডক উপনিষদ্

মৈ. মৈত্রায়ণী উপনিষদ্

শত. ব্রাঃ শতপথ ব্রাহ্মণ

শ্বে. শ্বেত. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

ব্রহ্ম-সূত্র

ভূমিকা

ষড়্-দর্শন

যে-কোন সম্প্রদায় বা মতবাদেরই অন্তর্ভুক্ত হউন না কেন, হিন্দুমাত্রেরই শাস্ত্রগ্রন্থ হইল বেদ। বেদই হইল আধুনিক কাল পর্যন্ত জানা প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ এবং ভারতীয় আর্ষ-সংস্কৃতি-সৌধের মূল ভিত্তি। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন বেদ অনাদি এবং অপৌরুষেয় এবং ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের মুখনিঃসৃত বাণী নহে। ইহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কৃত নহে— ইহা স্বয়ং ঈশ্বরেরই নিঃশ্বাস। এই বেদ দুই ভাগে বিভক্ত— কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু হইল যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় হইল ব্রহ্ম-সম্পর্কিত জ্ঞান। জ্ঞানকাণ্ডকে বেদান্তও বলা হয়। কারণ ইহা বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ এবং বেদপ্রতিপাদ্য সত্যের নির্যাস। বেদ কল্পনা বিলাসের প্রকাশমাত্র নহে, ইহা সমগ্র জাতির বহু শতাব্দীর অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রামাণ্য ইতিহাস।

যদিও আমরা বেদের সুপ্রাচীন অংশের কয়েকটি সূক্তের মধ্যে, যথা নাসদীয় সূক্ত, বৈদান্তিক ভাবনার সন্ধান পাই, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীন আর্য ভারতীয়গণ যাগযজ্ঞ এবং অনুষ্ঠানাদির উপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য নাসদীয় সূক্তকে উপনিষদের প্রাথমিক ভিত্তি বলা যাইতে পারে। পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এইসব যাগযজ্ঞাদির খুঁটিনাটির উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ করিতেন যে, ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরবর্তী কালের যুক্তিবাদী মননশীল ব্যক্তিরা ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডের ফলের উপরও সন্দিহান হইয়া উঠেন। তাঁহারা আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন এবং পার্থিব সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন সমাধানে উপনীত হন। বেদের সূক্তভাগে যে বেদান্ত ভাবনা বীজাকারে নিহিত ছিল, তাহাই কালক্রমে বিবর্ধিত হইয়া উপনিষদ্ আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব ব্যক্ত করার নেতৃত্বে ছিলেন ক্ষত্রিয়গণ। আর্ষ ভারতীয়গণ খুবই বলিষ্ঠ ও সাহসিক চিন্তাবিদ ছিলেন। সত্যের তত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁহারা কোন কিছুকেই ধর্মবিরুদ্ধ কার্য বলিয়া মনে করিতেন না। বেদের মধ্যেই বৈদিক ধর্মাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। যুক্তিবাদের প্রবল বন্যার ফলেই অতি বিরুদ্ধ চার্বাক দর্শনের ন্যায় কতকগুলি মতবাদের আবির্ভাব ঘটে, যেসব দর্শন ছিল অত্যন্ত বস্তুবাদী এবং ধর্ম-বিরোধী।